দিশেহারা। এই অবস্থায় মানুষ প্রশান্তির প্রলেপ পেয়ে থাকে সম্প্রদায়ের মধ্যেই। প্রসঙ্গতঃ **উল্লেখ** করা দরকার যে, সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে বাদ-বিসম্বাদ, হিংসা-দ্বেষ প্রভৃতি থাকতে পারে এবং থাকেও। কিন্তু সম্প্রদায়গত পর্যায়ে এসব দেখা যায় না।

উপরিউক্ত ত্রিবিধ উপাদানের এক জটিল ভাব-বন্ধন হল এই সম্প্রদায়গত মানসিকতা। তবে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই তিনটি উপাদান সম মাত্রায় বর্তমান থাকে না। অর্থাৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ত্রিবিধ উপাদানের উপস্থিতির ক্ষেত্রে অল্পবিস্তর মাত্রাগত পার্থক্য থাকতে পারে এবং তা থাকেও। আধুনিক সভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে এই সম্প্রদায়গত মানসিকতা প্রতিকূলতার মুখে পড়েছে। সাম্প্রতিককালে ব্যক্তির জীবন প্রকৃতিগতভাবে অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়েছে এবং তার কর্মক্ষেত্রের পরিধিও অতিমাত্রায় প্রসারিত হয়ে পড়েছে। তার ফলশ্রুতি হিসাবে সম্প্রদায়ের আঞ্চলিকতা এবং সম্প্রদায়ের সদস্যদের একাত্মবোধ বর্তমানে দুর্বল প্রতিপন্ন হচ্ছে।

উপসংহার

৩.১০. সম্প্রদায় ও সমাজ (Community and Society)—পার্থক্য

সমাজ ও সম্প্রদায় পরস্পরের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ। উভয়ের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক বর্তমান তা হল সহযোগিতা ও সমন্বয়ের সম্পর্ক। এই সম্পর্ক কখনোই সংঘর্ষ বা বিরোধের নয়। উভয়েরই আলোচনা ক্ষেত্র সমাজজীবনের পরিধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। স্বভাবতঃই সমাজ ও সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও সমাজ ও সম্প্রদায় এক ও অভিন্ন নয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রকৃত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নিম্নলিখিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমাজ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্যের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আবশ্যক।

(ক) সমাজ হল একটি সমগ্র বিষয়, সম্প্রদায় হল তার অংশবিশেষ (Society is a whole and community a part)

সমাজ-এর ধারণা হল সামগ্রিক। এবং সম্প্রদায় হল সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং সম্প্রদায় হল সমাজেরই অংশমাত্র। সম্প্রদায় সমাজেরই একটি প্রজাতি (species) হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। সম্প্রদায়ের অবস্থান সমাজের মধ্যে। প্রকৃত প্রস্তাবে উভয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক তা সমগ্র ও অংশের ভিতরকার সম্পর্কের সামিল। কাঠামো ও প্রকৃতিগত বিশিষ্টতা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। এবং এই বিশিষ্টতার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়। সমাজের মধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বনির্ভর সম্প্রদায়ের অস্তিত্বও আছে। আদিম অবস্থায় একশ' জনেরও কম মানুষকে নিয়ে গঠিত বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়ের নজিরও পরিলক্ষিত হয়। আবার একটি বৃহৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। উদাহরণ হিসাবে একটি দেশের মধ্যে অঞ্চল, একটি অঞ্চলের মধ্যে নগর, আবার একটি নগরের মধ্যে গ্রাম প্রভৃতির কথা বলা যায়। যে-কোন মানবসমাজের মধ্যে বহু সম্প্রদায় থাকতে পারে। বস্তুতঃ সমাজ সম্প্রদায়-সহ মানুষের বহুবিধ সংঘ-সংগঠনের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। সুতরাং সমাজেরই অংশবিশেষ হিসাবে সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয়।

সম্প্রদায় হল সমাজেরই অংশ

(খ) সমাজ হল সম্প্রদায়ের পূর্ববর্তী (Society is Prior to Community)

সম্প্রদায় সৃষ্টির অনেক আগেই সৃষ্টি হয়েছে সমাজের। পৃথিবীতে মানবজীবনের অস্তিত্ব যেমন প্রাচীন, অনুরূপভাবে সমাজের অস্তিত্বও অত্যন্ত প্রাচীন। এবং মানবসমাজের সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে অনেক পরে। কালক্রমে সামাজিক গোষ্ঠীসমূহ নির্দিষ্ট রূপ ও প্রকৃতি লাভ করেছে। মানুষ ক্রমশ সুসংবদ্ধ

সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়েছে সমাজের পরে

জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। এবং তখনই মানবসমাজে আবির্ভূত হয়েছে সম্প্রদায়। কিন্তু মানুষের জীবনধারা সুসংবদ্ধই হোক আর অসংবদ্ধই হোক তার সঙ্গে সমাজ সৃষ্টির কোন সম্পর্ক নেই। আবহমান কাল ধরে মানবজাতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের অস্তিত্বও পরিলক্ষিত হয়।

(গ) সম্প্রদায় হল মূর্ত, কিন্তু সমাজ বিমূর্ত (Community is Concrete but Society is Abstract)

সম্প্রদায় হল একটি বাস্তব ধারণা। এই ধারণার মূর্ত প্রকাশ বর্তমান। সম্প্রদায় হল একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে সুসংবদ্ধভাবে বসবাসকারী একটি জনগোষ্ঠী। অর্থাৎ সম্প্রদায়ের অস্তিত্বকে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়। সম্প্রদায়কে প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু সমাজের ধারণা হল বিমূর্ত। বস্তুতঃ আমাদের বহুমুখী ও বিচিত্র সামাজিক সম্পর্কের এক জটিল বিন্যাসই হল সমাজ। এই সামাজিক সম্পর্কসমূহের এই জটাজালকে চাক্ষুস করা যায় না। বস্তুতঃ সমাজ হল একটি বিমূর্ত বিষয়। একে ধারণা করা যায়, কিন্তু প্রত্যক্ষ বা স্পর্শ করা যায় না।

সম্প্রদায় একটি বাস্তব ধারণা, সমাজ নয়

(ঘ) সমাজের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট অঞ্চল অপরিহার্য নয় (Definite Locality is not Essential for Society)

কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চল সমাজ সৃষ্টির ক্ষেত্রে অপরিহার্য উপাদান হিসাবে বিবেচিত হয় না। তবে যে-কোন সম্প্রদায় গড়ে উঠে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যেই। অর্থাৎ জনসমষ্টির একটি অপরিহার্য উপাদান হল নির্দিষ্ট অঞ্চল। এই নির্দিষ্ট অঞ্চল জনসমষ্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসাবেও বিবেচিত হয়। অপরদিকে সমাজ কিন্তু কোন নির্দিষ্ট সীমা বা পরিধির মধ্যে আবদ্ধ নয়। সমাজ হল বিশ্বজনীন। বস্তুতঃ পরিব্যাপকতা হল সমাজের একটি বড় বৈশিষ্ট্য। প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের বহু ও বিচিত্র সম্পর্কসমূহই সমাজ হিসাবে বিবেচিত হয়। পক্ষান্তরে, নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে সুসংবদ্ধভাবে বসবাস করে এমন একটি জনগোষ্ঠীকেই বলা হয় সম্প্রদায়।

সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল অপরিহার্য

(ঙ) সম্প্রদায়গত মানসিকতা (Community Sentiment)

সম্প্রদায়ের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপাদান হল 'সম্প্রদায়গত মানসিকতা'। একটি সম্প্রদায়ের সকলে অভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করে; তারা সকলে একই আচার-আচরণ, রীতিনীতি অনুসরণ করে; তারা অভিন্ন ভাষা-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। এই সমস্ত কিছুর ফলে এবং অভিন্ন জীবন পদ্ধতির অংশীদার হিসাবে বসবাস করার জন্য একটি সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে সৃষ্টি হয় এক গভীর একাত্মবোধের। এই একাত্মবোধের উপর ভিত্তি করে সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একটি বিশেষ মনোভাব গড়ে ওঠে। এই মনোভাবকেই বলা হয় সম্প্রদায়গত মানসিকতা। তা ছাড়া সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে একটি প্রাথমিক শর্ত হিসাবে অভিন্ন স্বার্থ ও উদ্দেশ্যের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সমাজের ক্ষেত্রে একথা খাটে না। সমাজ গড়ে ওঠার জন্য সমস্বার্থের প্রয়োজন হয় না বা সমউদ্দেশ্যেরও দরকার হয় না। বস্তুতঃ সমাজ হল সমস্ত রকম সামাজিক সম্পর্কের এক জটাজাল, এক জটিল বিন্যাস। মানুষ পরস্পরের সঙ্গে যতরকম সম্পর্ক গড়ে তোলে তার সমস্তই সমাজের অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃত প্রস্তাবে এই সম্পর্ক যে-কোন ধরনের হতে পারে। এই সম্পর্ক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্ক হতে পারে, আবার সুসংবদ্ধ বা অসংবদ্ধ হতে পারে। এই সম্পর্ক সচেতন বা অচেতন হতে পারে, আবার

সম্প্রদায়ের মধ্যে গভীর একাত্মবোধ থাকে, সমাজের মধ্যে থাকে না

সহযোগিতা বা বিরোধিতার সম্পর্কও হতে পারে। কার্যত সমাজের মধ্যে অভিন্নতা থাকে, তেমনি বিভিন্নতাও থাকে। কিন্তু সম্প্রদায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল অভিন্নতাবোধের উপস্থিতি।

(চ) সমাজ হল সর্বপরিব্যাপক, কিন্তু সম্প্রদায় আকারে সীমাবদ্ধ (Society is All Pervasive but Community is Limited in Size)

সমাজের ধারণা হল সার্বজনীন ও সর্বপরিব্যাপক। সমাজের ধারণাটি কেবলমাত্র মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হয় না; অন্যান্য প্রাণিকুলের ক্ষেত্রেও এই ধারণা প্রযুক্ত হয়। অর্থাৎ পৃথিবীতে মানবসমাজের অস্তিত্ব যেমন বর্তমান, তেমনি পশুসমাজের অস্তিত্বও অনস্বীকার্য। কিন্তু 'সম্প্রদায়' এই ধারণাটি কেবলমাত্র মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কেবলমাত্র মানুষকে নিয়েই গড়ে ওঠে সম্প্রদায়। সম্প্রদায়ের ধারণা অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক।

জনসম্প্রদায়ের ধারণা সর্বব্যাপক নয়

(ছ) সমাজ সম্পূর্ণ ও স্বনির্ভর, সম্প্রদায় কিন্তু তা নাও হতে পারে (Society is a Self-Sufficient Whole, Community need not be Self-Sufficient)

স্বনির্ভরতা বা স্বয়ংসম্পূর্ণতা হল সমাজের বৈশিষ্ট্য। অপরদিকে সম্প্রদায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে। বিশেষতঃ প্রাচীনকালে আদিম মানবগোষ্ঠীর মধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাধীন সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু সাধারণভাবে একথা বলা সমীচীন হবে না যে, সকল সম্প্রদায়ই হল স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাধীন। অন্ততঃ আধুনিক সম্প্রদায়সমূহের ক্ষেত্রে একথা খাটে না।

সকল জনসম্প্রদায় স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়

(জ) সামাজিক সম্পর্ককে নিয়ে হল সমাজ, কিন্তু মানুষকে নিয় সম্প্রদায়ের সৃষ্টি (Society refers to Social Relations but Community deals with the People)

সমাজ সম্পর্কিত আলোচনায় সামাজিক সম্পর্কের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে সম্প্রদায় সম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বিষয় হল একটি জনগোষ্ঠী। ব্যক্তির যে-কোন রকম সম্পর্কই সমাজের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হয়। অধ্যাপক ম্যাকাইভার এবং পেজ (R. M. MacIver and C. H. Page) মন্তব্য করেছেন : "It is the web of social relationships. And it is always changing." অর্থাৎ এই দুই সমাজতত্ত্ববিদের অভিমত অনুসারে সমাজ হল সামাজিক সম্পর্কের জটাজাল। এবং পরিবর্তনশীল সামাজিক সম্পর্কই সমাজ। অপরপক্ষে সম্প্রদায় বলতে একটি মানবগোষ্ঠীকে বোঝায়, যারা একই জীবনধারার অংশীদার হিসাবে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে সুসংবদ্ধভাবে বসবাস করে।

সম্প্রদায়ের গঠনগত উপাদান আলাদা

প্রকৃত প্রস্তাবে সমাজ ও সম্প্রদায় হল দুটি স্বতন্ত্র সংস্থা। বস্তুতঃ সমাজ ও সম্প্রদায় উভয়েই নিজ নিজ পথে মানুষের সমাজজীবনের উন্নতির স্বার্থে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। জিমারম্যান ও ফ্রাম্পটন (C. C. Zimmermann and M.E. Frampton) তাঁদের *Family and Society* শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁদের দীর্ঘ অভিমত উদ্ধৃত করা আবশ্যক। তাঁদের অভিমত হল : "In the Community (*Gemeinschaft*) the group has a life of its own, superior to that of its temporary members. The group is an end in itself. In the society (*Gesellschaft*) the group is merely a means to an end. In

উপসংহার

the community we have faith, customs, natural solidarity, common wonership of property, and a common will. In the society we have doctrine, public opinion, fashion contractual solidarity, private property, and individual will.'' উপরিউক্ত উদ্ধৃতি থেকে সম্প্রদায় ও সমাজের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয়।

৩.১১. সংঘ-সমিতি (Association)

সংঘ হল মানব-সমাজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান। সংঘ হল সমাজে অবস্থিত এক বিশেষ ধরনের গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠী হয়েছে বিশেষ কিছু উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। কোন একটি সমাজের প্রকৃতির উপর সংশ্লিষ্ট সমাজের সংঘের সংখ্যা ও ধরন নির্ভরশীল। সমাজ যদি সাংগঠনিক দিক থেকে জটিল প্রকৃতির হয় এবং সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের চাহিদা বা প্রয়োজন যদি বহু ও বিচিত্র ধরনের হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই সেই সমাজে বিভিন্ন ধরনের বহু সংঘ গড়ে ওঠে। এর কারণ হল সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিবর্গ তাদের উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করার জন্য গোষ্ঠী জীবনের মাধ্যমে উদ্যোগী হয়। তারা সংঘবদ্ধভাবে পারস্পরিক সহযোগিতার উপর ভিত্তি করে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাপারে সচেষ্ট হয়। অর্থাৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তারা একে অপরের সহযোগী হিসাবে ভূমিকা পালন করে। এই পথে সমবেতভাবে তাদের কিছু প্রয়োজন পূরণ বা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য একটি গোষ্ঠী সংগঠিত হতে পারে। এ রকম ক্ষেত্রে এবং এইভাবে সংঘ গড়ে উঠে।

সংঘের ধারণা

সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিবর্গ তাদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকে। তাদের লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে তারা সাধারণতঃ তিন ধরনের উপায় অবলম্বন করতে পারে। এই উপায়গুলি হল ঃ (১) যে যার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য বিচ্ছিন্ন বা স্বতন্ত্রভাবে উদ্যোগী হতে পারে; (২) একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা বা বিরোধিতার মাধ্যমে লক্ষ্য পূরণের চেষ্টা করতে পারে; (৩) আবার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সমাজস্থ একদল মানুষ সমবেতভাবে সচেষ্ট হতে পারে এবং এই তৃতীয় উপায় অবলম্বনের ক্ষেত্রেই সংঘ গড়ে ওঠে। অধ্যাপক ম্যাকাইভার ও পেজ (R. M. MacIver & C. H. Page) তাঁদের *Society : An Introductory Analysis* শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন ঃ ''...a group may organize itself expressly for the purpose of pursuing certain of its interests together. When this happens, an association is born.''

সংঘের সৃষ্টি

কতিপয় ব্যক্তি যদি বিশেষ বা নির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংগঠিত হয়, তাহলে তাকে বলে সংঘ। অর্থাৎ কিছু সংখ্যক ব্যক্তি যদি কোন অভিন্ন স্বার্থ সাধন বা কতিপয় প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে সংগঠিত হয়, তা হলে সংঘের সৃষ্টি হয়। এইভাবে যে সংঘের সৃষ্টি হয় সাধারণতঃ তার কিছু নির্দিষ্ট কর্মপন্থা থাকে। এবং সেই কর্মপন্থা অনুযায়ী সংঘটি পরিচালিত হয়। এ প্রসঙ্গে বোগারডাস (Emory S. Bogardus) তাঁর *The Development of Social Thought* শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন ঃ ''Association is usually a working together of people to achieve some purposes.'' অধ্যাপক ম্যাকাইভার ও পেজের অভিমত অনুসারে, সংঘ হল সমবেতভাবে এক বা একাধিক স্বার্থ সাধনের জন্য সংগঠিত গোষ্ঠী। ম্যাকাইভার ও পেজ সংঘের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ ''We define an association, then as a group organised for the pursuit of an interest or group of interests in common.''

সংঘের সংজ্ঞা

অধ্যাপক জিসবার্ট (P. Gisbert)-এর মতানুসারে, 'কোন বিশেষ বা কতকগুলি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সমবেত ব্যক্তিবর্গকে সংঘ বলে।' জিসবার্ট তাঁর *Fundamentals of Sociology* শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন ঃ ''An association is a group of people united

for a specific purpose or a limited number of purposes.'' অধ্যাপক অগবার্ণ ও নিমকফ (W. F. Ogburn and M. F. Nimkoff) তাঁদের *A Handbook of Sociology* শীর্ষক গ্রন্থে সমাজের সংজ্ঞা দিয়েছেন এই ভাবে ঃ ''Associations are those organisations developed around rather special interests, but as such are a part of the general picture of the orderly way in which social affairs are performed.'' যাই হোক সংঘের উদাহরণ হিসাবে স্কুল, কলেজ, শ্রমিক সংঘ, ক্রিকেট ক্লাব প্রভৃতির কথা বলা যায়।

অধ্যাপক জিসবার্ট এবং অগবার্ণ ও নিমকফের অভিমত

সংঘের সংজ্ঞা সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে মরিস জিনসবার্গ (Morris Ginsberg) এবং জি. ডি. এইচ. কোল (G. D. H. Cole)-এর অভিমতও উল্লেখ করা আবশ্যক। জিনসবার্গের মতানুসারে সংঘ হল নির্দিষ্ট কোন বা কতিপয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরস্পর সম্পর্কযুক্ত সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের এক সংগঠন। তিনি বলেছেন ঃ ''An association is a group of social beings related to one another by the fact that they possess or have instituted in common an organisation with a view to securing a specific end or specific ends.'' কোলও অনুরূপভাবে সংঘের সংজ্ঞা দিয়েছেন। তবে তিনি সংঘের কর্মপদ্ধতি ও সংঘের সাধারণ কাজকর্মের নিয়মকানুনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ ''By an association I mean any group of persons pursuing a common purpose by a course of co-operative action extending beyond a single act and for this purpose agreeing together upon certain methods of procedure, and laying down in however rudimentary a form, rule for common action.''

জিনসবার্গ ও কোলের অভিমত

যাই হোক, সংঘ বলতে একটি সংগঠনকে বোঝায়। এই সংগঠনের সভ্যসংখ্যার ব্যাপারে কোন সীমা থাকে না। দুই বন্ধুর অংশীদারী কারবারও হল একটি সংঘ। এই সংঘ আকৃতিতে ক্ষুদ্র । আবার সংঘ বৃহদাকার বিশিষ্টও হতে পারে। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার কথা বলা যায়। সংঘ গঠনের জন্য ভৌগোলিক নৈকট্যের কোন প্রয়োজন থাকে না। একটি সংঘের এক বা একাধিক উদ্দেশ্য থাকতে পারে। কিন্তু উদ্দেশ্যের সংখ্যা যাই হোক না কেন, সকল সদস্যের উদ্দেশ্য সমজাতীয় হয়। তা ছাড়া সংঘের উদ্দেশ্যের মধ্যে ধারাবাহিকতা পরিলক্ষিত হয়। এবং এই কারণে সংঘ একটি স্থায়ী সংগঠন হিসাবে প্রতীয়মান হয়। এবং এই কারণে কোন পিকনিক পার্টি সংঘ হিসাবে গণ্য হয় না। সদস্যদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে সংঘ গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে ভূমিকা পালন করে।

সংঘের প্রকৃতি

মানব-সমাজের অন্তর্ভুক্ত সংঘসমূহ সামাজিক সংগঠনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক প্রয়োজন পূরণের তাগিদ অনুভব করে। সেই সমস্ত প্রয়োজন পূরণের মাধ্যম বা উপায় হিসাবে সংঘগুলির ভূমিকা বস্তুতঃ তুলনারহিত। এই সংঘসমূহ সামাজিক সংগঠনের স্থায়িত্বকে সুরক্ষিত করে এবং সঙ্গে সঙ্গে নমনীয়তা প্রদান করে থাকে। আবার বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সমাজবাসিগণ এই সংঘসমূহের মধ্যেই পরস্পরের কাছাকাছি আসার সুযোগ পায়। এবং তার ফলে তাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে পারস্পরিক বোঝাপড়ার এক মনোভাব গড়ে ওঠে। সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে গড়ে ওঠা এই পারস্পরিক বোঝাপড়ার মনোভাবই সুসংগঠিত সমাজব্যবস্থার প্রাথমিক পূর্বশর্ত হিসাবে বিবেচিত হয়। মানুষ সামাজিক অধিকারসমূহ ভোগের সুযোগ পায় এই সংঘসমূহের সাহায্যে। তা ছাড়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে সামাজিক কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে এই সংঘসমূহ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে থাকে।

সংঘগুলির ভূমিকার গুরুত্ব

আবার আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সংঘগুলির ভূমিকা আর এক দিক থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সাম্প্রতিককালে জনমতকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষেত্রে সমাজে অবস্থিত সংঘসমূহের গুরুত্ব বিরোধ বিতর্কের উর্ধ্বে।

আধুনিক-সমাজ-সভ্যতার প্রভাবের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের জীবনধারা হয়ে উঠেছে বৈচিত্র্যপূর্ণ ও বহুমুখী। তারই ফলশ্রুতি হিসাবে ব্যক্তি-মানুষের প্রয়োজনের পরিধি ক্রমশঃ প্রসারিত হচ্ছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রয়োজনের প্রকৃতিরও পরিবর্তন ঘটছে। এই সমস্ত নতুন নতুন ও বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের তাগিদে সাম্প্রতিক সমাজব্যবস্থার মধ্যে মানুষ নতুন নতুন সংঘ-সংগঠন গড়ে তুলছে। অর্থাৎ আধুনিক মানবজীবনের প্রকৃতি যত জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে তার সঙ্গে সঙ্গে সংঘের সংখ্যাও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষ তথা সমাজের কল্যাণ সাধনের ক্ষেত্রে এই সংঘসমূহ আজকাল যে ভূমিকা পালন করছে, তার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। আধুনিক কালের সমাজজীবন বিশেষভাবে সমৃদ্ধ ও উন্নত। এক্ষেত্রে এই সমস্ত সংঘের সদর্থক অবদান অনস্বীকার্য। এই সংঘসমূহের অনুপস্থিতিতে মানুষের সমাজজীবন যে এই অবস্থায় উপনীত হতে পারত না এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই।

আধুনিক সমাজজীবনে সংঘগুলির তাৎপর্য

৩.১২. সংঘের মৌলিক বৈশিষ্ট্য (Fundamental Features of Association)

সমাজ বিভিন্ন অঙ্গের সমবায়ে গড়ে উঠেছে। এই অঙ্গগুলির মধ্যে সংঘ হল অন্যতম। সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল সংঘ। এদিক থেকে দেখলে সংঘের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বর্তমান। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজে সংঘের বিশিষ্টতা প্রতিপন্ন হয়। সংঘের এই বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা আবশ্যক। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ।

(ক) জনগোষ্ঠী (Human Group)

কোন সংঘ সৃষ্টির ক্ষেত্রে একটি জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব অপরিহার্য। একদল মানুষ যদি সংগঠিত না হয় তা হলে কোন সংঘ গড়ে উঠতে পারে না। বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যপূরণের লক্ষ্য নিয়ে এক-একটি জনগোষ্ঠীই সংঘ গড়ে তোলে। কিন্তু যে-কোন জনগোষ্ঠী সংঘ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। অধ্যাপক ম্যাকাইভারের অভিমত অনুসারে যদি একদল মানুষ পথের ধারে দাঁড়িয়ে আগুন লাগা দেখতে থাকে তাহলে তাকে সংঘ বলা যাবে না। সংঘ হিসাবে প্রতিপন্ন হতে গেলে এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সামাজিক সম্পর্ক থাকা দরকার। তবে সংঘ সৃষ্টির ক্ষেত্রে কতজন মানুষকে একত্রিত হতে হবে তার কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। যেমন দুই বন্ধু পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে একটি অংশীদারী কারবার গড়ে তুলতে পারে। তেমনি আবার কোটি কোটি সদস্যকে নিয়ে কোন আন্তর্জাতিক সংঘের সৃষ্টি হতে পারে।

জনগোষ্ঠী ছাড়া সংঘের সৃষ্টি হয় না

(খ) অভিন্ন বা সমজাতীয় উদ্দেশ্য (Common Interest)

একটি সংঘ বিশেষ কোন একটি উদ্দেশ্যকে নিয়ে গড়ে উঠতে পারে। আবার সংঘের একাধিক উদ্দেশ্যও থাকতে পারে। অর্থাৎ একটি সংঘের এক বা একাধিক উদ্দেশ্য থাকতে পারে। কিন্তু সংঘের সদস্যদের উদ্দেশ্য সমজাতীয় হওয়া আবশ্যক। কোন জনগোষ্ঠী যদি সমজাতীয় উদ্দেশ্য যুক্ত না হয়, তাহলে সেই জনগোষ্ঠীর পক্ষে সংঘ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। এই কারণে ম্যাকাইভার ও পেজ যথার্থই সংঘকে বলেছেন ঃ ''...a group organised for the pursuit of an interest of gorup of interests in common.''

অভিন্ন উদ্দেশ্য আবশ্যক

(গ) সহযোগিতার প্রবণতা (Co-operative Spirit)

কেবলমাত্র একটি বা কয়েকটি সমজাতীয় উদ্দেশ্য থাকলেই একদল মানুষকে নিয়ে একটি সংঘ গড়ে উঠতে পারে না। সংঘ সৃষ্টির স্বার্থে সংশ্লিষ্ট অভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সেই জনগোষ্ঠীকে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সমবেতভাবে উদ্যোগী হতে হবে। সুতরাং একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রবণতা থাকা দরকার। তা না হলে কোন সংঘের সৃষ্টি সম্ভবপর নয়। এই কারণে বলা হয় যে, একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রবণতা বর্তমান থাকে তার মধ্যেই নিহিত থাকে সংঘ সৃষ্টির বীজ। এই কারণে বোগারডাস (E. S. Bogardus) মন্তব্য করেছেন : ''Association is usually a working together of people to achieve some purposes.''

পারস্পরিক সহযোগিতা

(ঘ) একটি সংগঠন (An Organisation)

প্রকৃত প্রস্তাবে সংঘ হল একটি সংগঠন বিশেষ। এই কারণে সংঘকে সঠিকভাবে সংগঠিত হতে হয়। যদি কোন সংগঠন যথাযথভাবে সংগঠিত না হয়ে থাকে, তা হলে সেই সংগঠনের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে কার্য সম্পাদন করা সম্ভব হয় না। এই কারণে প্রত্যেক সংঘেরই নির্দিষ্ট একটি সাংগঠনিক ব্যবস্থা থাকে। সংঘের সমস্ত কাজকর্মই সম্পাদিত হয়ে থাকে সুনির্দিষ্ট কার্যপদ্ধতি অনুযায়ী। বস্তুতঃ সংঘ পরিচালিত হয় দায়িত্বশীল কর্মকর্তা ও পরিচালকমণ্ডলীর দ্বারা। সেই কারণেই রাস্তাঘাটে লোকজন সমবেত হলে তাকে সংঘ বলা যায় না। এ প্রসঙ্গে জিনস্‌বার্গের অভিমত বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি তাঁর *'Sociology'* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন : ''Associations are constituted of those groups of individuals who are organised in order to complete some specific work or works.''

নির্দিষ্ট সাংগঠনিক ব্যবস্থা

(ঙ) স্বতন্ত্র সত্তা (Different Entity) : সমাজে সংঘের একটি স্বতন্ত্র সত্তা থাকে। সংঘ তার সদস্যবর্গের নিছক একটি সমাবেশ মাত্র নয়। এর নিজস্ব কর্মপন্থা আছে। আবার সংঘ নিজস্ব বিষয় সম্পত্তির অধিকারী হতে পারে এবং সংঘের নিজস্ব অর্থভাণ্ডারও থাকতে পারে। সংঘের এই সম্পত্তি কিন্তু তার সদস্যদের সম্পত্তির যোগফল এবং এই সম্পত্তি সংঘের সদস্যরা ইচ্ছামত খরচ করতে বা ভাগ-বাঁটোয়ারা করতে পারে না। এই অধিকার সংঘের সদস্যদের নেই। সংঘের স্বতন্ত্র এবং একেবারে নিজস্ব ক্ষমতা আছে। এই ক্ষমতা সংঘের সদস্যরা আলাদাভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে প্রয়োগ করতে পারে না। তেমনি আবার সংঘের কিছু নিজস্ব অধিকার আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছু দায়-দায়িত্বও আছে। উপরিউক্ত ক্ষেত্রগুলিতে সংঘ আইনগত স্বীকৃতিও পেতে পারে। এবং এই স্বীকৃতি লাভ করলে সংঘ একটি আইনানুগ যৌথ সংস্থার মর্যাদা প্রাপ্ত হয়। কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়মকানুনের উপর সংঘের সাংগঠনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকে। এবং তদনুসারে সংঘ পরিচালিত হয়।

নিজস্ব সত্তা ও ক্ষমতা

(চ) আপেক্ষিক স্থায়িত্ব (Comparative Parmanence) : একটি বা কয়েকটি উদ্দেশ্য নিয়ে সংঘ গঠিত হয়ে থাকে। এবং এই সমস্ত উদ্দেশ্যের ধারাবাহিকতা থাকে। সেই জন্য সংঘের একটা আপেক্ষিক স্থায়িত্বও থাকে। উদ্দেশ্যের এই ধারাবাহিকতার অভাবের জন্যই কোন পর্যটক গোষ্ঠীকে সংঘ বলা যায় না। তবে সংঘের স্থায়িত্ব কিন্তু নিতান্তই আপেক্ষিক। তাঁর কারণ হল কোন একটি সংঘ কত দিন স্থায়ী হবে সে সম্পর্কে কোন স্থিরতা নেই। যদি একটি মাত্র এবং সাময়িক প্রকৃতির উদ্দেশ্য নিয়ে কোন সংঘ গঠিত হয়ে থাকে, তা হলে সেই উদ্দেশ্যটি পূরণ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংঘের

উদ্দেশ্যের ধারাবাহিকতা

অবলুপ্তি ঘটে। পক্ষান্তরে কোন সংঘের যদি উদ্দেশ্যের ধারাবাহিকতা থাকে, তা হলে সেই সংঘ সাধারণতঃ দীর্ঘস্থায়ী হয়।

(ছ) **ভাবের আদান-প্রদান (Transmission of Ideas) ঃ** অধ্যাপক গিডিংস (Franklin H. Giddings) তাঁর *Principles of Sociology* শীর্ষক গ্রন্থে সংঘের মধ্যে সদস্যদের ভাবের আদান-প্রদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর অভিমত অনুসারে, সমাজে অবস্থিত সংঘগুলি তাদের সদস্যদের ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যম হিসাবে ভূমিকা পালন করে।

৩.১৩. সমাজ ও সংঘের পার্থক্য (Defferance between Society and Association)

সংঘের মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ ও সংঘের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এই সমস্ত পার্থক্যের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(১) উৎপত্তিগত বিচারে সংঘের থেকে সমাজ হল প্রবীণ। সংঘ হল অপেক্ষাকৃত নবীন। পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের অবস্থা বা সময় থেকেই সমাজের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু মানবজাতির ইতিহাসে সংঘের সৃষ্টি হয়েছে অনেক পরে। নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানুষ নিজেদের সংগঠিত করতে শিখেছে, তখনই সৃষ্টি হয়েছে সংঘের।

(২) সমাজ সংগঠিত অথবা অসংগঠিত প্রকৃতির হতে পারে। সংঘ কিন্তু সব সময়ই সংগঠিত। অসংগঠিত সংঘ একটি স্ববিরোধী ধারণা। সুসংগঠিত ও সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা ব্যতিরেকে কোন সংঘ সাফল্যের সঙ্গে কোন কাজ করতে পারে না। সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য সংঘটি সুসংগঠিত হওয়া আবশ্যক। অপরদিকে সমাজের বিষয়বস্তু হল সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের বহু ও বিভিন্ন সম্পর্কের এক বৈচিত্র্যপূর্ণ বিন্যাস। বিভিন্ন অস্পষ্ট ও অস্বচ্ছ বিষয়ও সমাজের বিচার-বিবেচনার মধ্যে থাকে। সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের বৈচিত্র্যপূর্ণ মানবিক সম্পর্ক একটি শিথিল প্রকৃতির সাংগঠনিক কাঠামোর দ্বারাও পরিচালিত হতে পারে।

(৩) মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যেই সমাজের সৃষ্টি। এই কারণে সমাজের উদ্দেশ্য হল মানুষের সাধারণ ও সামগ্রিক কল্যাণ সাধন। কিন্তু বিশেষ কোন বা কতিপয় কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সংঘ গঠিত হয়। সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনই হল সমাজের বিষয় বা লক্ষ্য। পক্ষান্তরে, বিশেষ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই সংঘের সৃষ্টি ও অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। যেমন মঠ-মন্দির-মসজিদ্ প্রভৃতি ধর্মীয় সংগঠনসমূহ সদস্যদের জীবনধারার ধর্মীয় দিকটি ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে নজর দেয় না।

(৪) সমাজ হল একটি স্থায়ী ব্যবস্থা। পক্ষান্তরে, সংঘসমূহ কিন্তু অস্থায়ী প্রকৃতির। পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের সময়েই সৃষ্টি হয়েছে সমাজের। এবং মানবজাতির অস্তিত্ব যতদিন অব্যাহত থাকবে সমাজও ততদিন স্থায়ী হবে। কিন্তু সংঘের ক্ষেত্রে এ কথা খাটে না। সংঘের প্রকৃতি পরিবর্তনশীল। নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট সংঘের অস্তিত্ব অপ্রয়োজনীয় হয়ে অবলুপ্ত হয়।

(৫) প্রকৃতিগত বিচারে সমাজ হল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। সমাজের সৃষ্টি হয় স্বাভাবিকভাবে, কৃত্রিমভাবে সমাজের সৃষ্টি করা হয় না। পক্ষান্তরে, সংঘ হল কৃত্রিম প্রকৃতির। নির্দিষ্ট প্রয়োজন পূরণের জন্য মানুষ সংঘ গড়ে তোলে।

(৬) সমাজ হল সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের বহু ও বিচিত্র সম্পর্কের এক জটিল জটাজাল। অপরদিকে সংঘ বলতে মূলতঃ সংঘটিত এক মানব গোষ্ঠীকে বোঝায়।

(৭) সমাজের সদস্য হওয়া বাধ্যতামূলক। কোন স্বাভাবিক মানুষ সমাজের বাইরে বসবাস করতে পারে না। সমাজবদ্ধভাবেই মানুষকে বসবাস করতে হয়। এই কারণে সমাজের সদস্য হওয়ার বিষয়টি বাধ্যতামূলক, মনুষ্যের ইচ্ছা-নির্ভর বিষয় নয়। পক্ষান্তরে, সংঘের সদস্যপদ বাধ্যতামূলক নয়, ব্যক্তির স্বেচ্ছাধীন বিষয়। ব্যক্তি কোন একটি সংঘের সদস্য হতেও পারে বা

নাও হতে পারে। কোন একটি সংঘের সদস্য না হয়েও সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির কোন অসুবিধা হয় না। এই কারণে কোন একটি সংঘের সদস্য হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে ব্যক্তি স্বাধীনভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। তবে রাষ্ট্র ও পরিবার এই দুটি সংঘের ক্ষেত্রে ব্যক্তির সদস্য হওয়ার বিষয়টি সে অর্থে স্বেচ্ছামূলক নয়।

৩.১৪. সম্প্রদায় ও সংঘের পার্থক্য (Community and Association)

সংঘ ও সম্প্রদায় হল মানব সমাজের দুটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। উভয়ের কার্যকলাপই মানবসমাজের সামাজিক দিকটিকে ঘিরে আবর্তিত হয়। সুতরাং এদিক থেকে বিচার করলে সংঘ ও সম্প্রদায় এই দুটি ধারণা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এতদ্‌সত্ত্বেও সংঘ ও সম্প্রদায়কে এক ও অভিন্ন বলা যায় না। সংঘ ও সম্প্রদায় হল দুটি স্বতন্ত্র সামাজিক সংস্থা। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে এই পার্থক্যসমূহ পরিলক্ষিত হয়।

(ক) সংঘ এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিধিগত পার্থক্য বর্তমান। একটি সম্প্রদায়ের পরিধি একটি সংঘের পরিধির তুলনায় অনেক বেশী ব্যাপক। বস্তুতঃ সংঘ হল সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত অন্যতম একটি সংস্থা। একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে একাধিক সংঘ থাকতে পারে। এবং বাস্তবে একই সম্প্রদায়ের মধ্যে একাধিক সংঘের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। তেমনি আবার এমন সংঘও থাকতে পারে যা সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ম্যাকাইভার ও পেজ মন্তব্য করেছেন ঃ "It follows from our definition that an association is not a community, but an organization within a community. A community is more than any specific organizations that rise within it." এই দুই সমাজতত্ত্ববিদের আরও অভিমত হল ঃ "...there can be a multitude of associations within the same community."

সংঘ সম্প্রদায়ের অর্ন্তভুক্ত

(খ) সম্প্রদায় অত্যাবশ্যক উপাদান হিসাবে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে থাকে। বস্তুতঃ একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীদের নিয়েই সম্প্রদায় গড়ে উঠে। অর্থাৎ সম্প্রদায়ের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের সম্পর্ক ওতপ্রোত। কিন্তু সংঘ অঞ্চলকে ভিত্তি করে গড়ে উঠতে পারে বা নাও পারে। অর্থাৎ সংঘ অঞ্চলভিত্তিক হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে। সংঘের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক নৈকট্য কোন উপাদান হিসাবে পরিগণিত হয় না।

অঞ্চলগত বিচারে পার্থক্য

(গ) সংঘ গঠিত হয় একটি বা কয়েকটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। এ প্রসঙ্গে অধাপক ম্যাকাইভার এবং পেজের অভিমত হল ঃ "...we belong to associations only by virtue of some specific interests that we possess." অপরদিকে উদ্দেশ্যের দিক থেকে বিচার করলে, সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য সেভাবে নির্দিষ্ট নয়। সম্প্রদায়ের মধ্যেই ব্যক্তি তার জীবনের সামগ্রিকতা বা পূর্ণতা উপলব্ধি করতে পারে। মানুষ তার সম্পূর্ণ জীবন সম্প্রদায়ের মধ্যেই সম্পূর্ণরূপে খুঁজে পায়। ব্যক্তি তার সামাজিক সম্পর্ককে সম্প্রদায়ের মধ্যেই যাপন করতে পারে। অধ্যাপক জিসবার্ট (P. Gisbert) বলেছেন ঃ "A community... is a permanent social group embracing a totality of ends or purposes."

সংঘের উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের নয়

(ঘ) সমাজতত্ত্ববিদ্ টনিজ (F. Tonnies)-এর অভিমত অনুসারে, সম্প্রদায় হল এমন একটি সংস্থা যা গড়ে উঠে সমচেতনা বা একাত্মবোধের ভিত্তিতে এবং স্বাভাবিক বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে। অপরপক্ষে, মানুষ সংঘ গড়ে তুলেছে স্বেচ্ছায়। সুতরাং সংঘ হল স্বেচ্ছা সৃষ্টি। মানুষ বিশেষ কোন বা কতিপয় স্বার্থ পূরণের জন্য বা অভাব পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে প্রয়োজনের তাগিদে সুচিন্তিতভাবে সংঘ সৃষ্টি করে। এদিক থেকে বিচার করলে সম্প্রদায় হল স্বাভাবিক,

কিন্তু সংঘ কৃত্রিম। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে এক চিন্তাবিদ্ মন্তব্য করেছেন ঃ ''If (community) is not deliberately created. It has no beginning, no hour of birth, It is simply the whole circle of common life, more comprehensive, more spontaneous than any association.'' অধ্যাপক বিদ্যাভূষণ ও সচ্‌দেব এ প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ ''Association is an artificial creation, community is a natural growth. An association is deliberately created by some individuals for realizing a specific purpose. Community is not created but it grows out of community sentiment.''

সম্প্রদায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং সংঘ সুচিন্তিতভাবে সৃষ্টি হয়

(ঙ) সম্প্রদায়ের অন্যতম অপরিহার্য উপাদান হল 'সম্প্রদায়গত মানসিকতা' (Community Sentiment)। একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে 'আমরা-বোধ' (We-Feeling) যদি না থাকে তাহলে সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হতে পারে না। কিন্তু সংঘের ক্ষেত্রে এই উপাদানটি অপরিহার্য নয়।

সদস্যদের মানসিকতার ক্ষেত্রে পার্থক্য

(চ) সামাজিক সংস্থা হিসাবে সকল সম্প্রদায়ই হল স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিন্তু সম্প্রদায়ের মত সংঘসমূহের স্বয়ংসম্পূর্ণতা থাকে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে সংঘগুলি পরস্পরের উপর নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে টিকে থাকে। প্রকৃতপক্ষে সংঘ সৃষ্টি করা হয় একটি বা কয়েকটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। উদ্দেশ্যগুলি পরস্পর নিরপেক্ষ নয়, বরং সেগুলি পরস্পর নির্ভরশীল। এই কারণে সংঘসমূহ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল থাকতে বাধ্য হয়। অধ্যাপক জিসবার্ট (Pascual Gisbert) এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন ঃ ''...It (community) is a self-contained group, whereas an association is used as means to ends to be achieved mostly outside. it.''

(ছ) উদ্দেশ্যগত বিচারেও সংঘ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। সংঘ হল এক বা একাধিক উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র। কিন্তু সম্প্রদায় হল উদ্দেশ্য সাধনের উপায় ছাড়াও নিজেই একটি উদ্দেশ্য।

উদ্দেশ্যগত পার্থক্য

(জ) একজন ব্যক্তি একই সময়ে একাধিক সংঘের সদস্যপদ গ্রহণ করতে পারে। বস্তুতঃ ব্যক্তির ক্ষেত্রে একাধিক সংঘের সদস্য হওয়া প্রয়োজনীয়ও বটে। তাই ব্যক্তি সাধারণতঃ বিভিন্ন সংঘের সদস্য পদ গ্রহণও করে। কারণ ব্যক্তির বিভিন্ন উদ্দেশ্য থাকে এবং সেই বহুমুখী উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করার জন্য বিভিন্ন সংঘের সদস্য হতে হয়। কিন্তু সম্প্রদায়ের মধ্যেই মানুষের সমগ্র জীবন পরিপূর্ণ রূপে অতিবাহিত করতে হয়। এই কারণে ব্যক্তি একই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে জীবন কাটিয়ে দেয়।

সদস্যপদের ক্ষেত্রে পার্থক্য

(ঝ) ব্যক্তি কোন সংঘের সদস্যপদ গ্রহণ করতে পারে, আবার নাও পারে। অর্থাৎ কোন সংঘের সদস্য হওয়া বা না হওয়ার ক্ষেত্রে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। বিষয়টি সম্পূর্ণই ব্যক্তির ইচ্ছাধীন। কিন্তু ব্যক্তি যেহেতু একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বসবাস করে তাই সম্প্রদায়ের সদস্য হওয়া ব্যক্তির পক্ষে অপরিহার্য। বস্তুতঃ আমরা জন্মগতভাবেই একটি সম্প্রদায়ের সদস্য। আমরা একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্মগ্রহণ করি। পক্ষান্তরে আমরা আমাদের ইচ্ছামত সংঘের সভ্য হই।

সদস্যপদের আবশ্যিকতার ক্ষেত্রে পার্থক্য

(ঞ) সম্প্রদায় হল একটি সামাজিক গোষ্ঠী। এবং এই সামাজিক গোষ্ঠীটি স্থায়ী প্রকৃতির। সম্প্রদায়ের সদস্যগণ একটা স্বাজাত্যবোধ পোষণ করেন। এর সদস্যরা বিশেষ কোন স্বার্থের অংশীদার নন। সাধারণ জীবনের প্রাথমিক ও প্রয়োজনীয় বিষয়ের অংশীদার হিসাবে তাঁরা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত থাকেন। পক্ষান্তরে, সংঘ হল এমন একটি জনসমষ্টি যা এক বা একাধিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গড়ে তোলা হয়েছে। সুতরাং স্থায়িত্বের দিক থেকে বিচার করলে সংঘ সম্প্রদায়ের সমকক্ষ নয়।

স্থায়িত্বের বিচারে পার্থক্য

(ট) সম্প্রদায় পরিচালিত হয় সাধারণতঃ প্রচলিত প্রথা ও ঐতিহ্যের মাধ্যমে। কিন্তু সংঘের কতকগুলি লিখিত আইন ও নিয়মকানুন থাকে। সংঘ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেগুলির দ্বারাই পরিচালিত হয়। তা ছাড়া প্রত্যেক সংঘের একটি করে গঠনতন্ত্র থাকে। এবং এই গঠনতন্ত্র লিখিতভাবে থাকে। এই কারণে আইনগত দিক থেকে সংঘের একটি স্বতন্ত্র সত্তা বা মর্যাদা বর্তমান।

গঠনতন্ত্রের ক্ষেত্রে পার্থক্য

(ঠ) সকল সংঘই নিজের একটি পরিচালকমণ্ডলী গঠন করে। এবং প্রত্যেক সংঘই তার প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কর্মচারী নিয়োগ করে। এই সমস্ত কর্মচারী এবং পরিচালকমণ্ডলী সংঘের কাজকর্ম তত্ত্বাবধান করেন এবং তাদের মাধ্যমেই প্রত্যেক সংঘ পরিচালিত হয়। কিন্তু সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে একরকম কোন কর্মচারী বা পরিচালকমণ্ডলী থাকে না। কারণ সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে তার প্রয়োজনীয়তাও পরিলক্ষিত হয় না।

পরিচালকমণ্ডলীর ব্যাপারে পার্থক্য

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন হয় যে সংঘ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। এই পার্থক্য অনেক বেশী স্পষ্ট ছিল আদিম মানবগোষ্ঠীর মধ্যে। আধুনিক সভ্য সমাজের পর্যায়ভুক্ত নয় এমন সমাজব্যবস্থাতেও এই পার্থক্য পরিষ্কারভাবে পরিলক্ষিত হয়। আগেকার মানুষ ছিল সহজ সরল। তাদের মধ্যে সম্প্রদায়ের ধারণা ছিল যথেষ্ট প্রবল। তারপর সভ্যসমাজ যত বিকশিত হচ্ছে, সংঘের ধারণাও তত সঞ্চারিত হচ্ছে। বর্তমানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং হচ্ছে। আধুনিক সমাজব্যবস্থায় সংঘসমূহের জনপ্রিয়তাও বিশেষভাবে বেশী। সাম্প্রতিকালে সংঘের উদ্দেশ্যও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। তার ফলে সংঘ এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। সংঘের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যত বেশী বৃদ্ধি পায় ও ব্যাপক হয়, সম্প্রদায়ের সঙ্গে তার পার্থক্য তত অস্পষ্ট হয়ে আসে। বর্তমানে সংঘ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যের সীমারেখা অত্যন্ত অস্পষ্ট। তার ফলে অনেক ক্ষেত্রে এই সীমারেখা নির্ধারণ করাই দুরূহ হয়ে পড়েছে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক জিসবার্ট (P. Gisbert)-এর অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তিনি তাঁর *Fundamentals of Sociology* শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন : "....there is a general shift today from community to association where by the distinction between the two has become blurred." এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ম্যাকাইভার ও পেজের অভিমতও প্রণিধানযোগ্য। এই দুই সমাজতত্ত্ববিদ বলেছেন : "Associations may become communities, at least temporarily. There are the examples of seventeenth-century trading company outposts which became communities in every respect, or of military units compelled to create their own communities when isolated for period of time." এতদসত্ত্বেও সংঘ এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও অনেক পার্থক্য আছে। এই সমস্ত পার্থক্য সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। ভারতের গ্রামাঞ্চলে এখনও অনেক জায়গায় সহজ-সরল ও নিরীহ মানুষের বসতি পরিলক্ষিত হয়। এই বসতিসমূহ সম্প্রদায়ের উদাহরণ হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

উপসংহার

৩.১৫. রাষ্ট্র সংঘ-সমিতি, নাকি সম্প্রদায়? (Is the State an Association or a Community?)

সংঘ-সমিতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে। সংঘ-সমিতি বলতে বোঝায় এমন জনগোষ্ঠী যা এক বা একাধিক সাধারণ স্বার্থকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এবং মানুষের মাত্র কয়েকটি স্বার্থ বা উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে। আর সম্প্রদায় বলতে বোঝায় এমন জনগোষ্ঠী যাদের সারা জীবন অতিবাহিত হয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং ঐ সম্প্রদায়ের মধ্যেই তার সমস্ত উদ্দেশ্য ও স্বার্থের পূরণ হয়। এভাবে সংঘ-সমিতি ও সম্প্রদায়ের মধ্য সুস্পষ্ট পার্থক্য সত্ত্বেও এমন কিছু

রাষ্ট্র সংঘ-সমিতি, না কি সম্প্রদায়—এ বিষয়ে দ্বিমত

কিছু জনগোষ্ঠী আছে, যেখানে সংঘ-সমিতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য করা সহজসাধ্য নয়। যেমন— রাষ্ট্র।

অনেক সমাজবিজ্ঞানী রাষ্ট্রকে সম্প্রদায়রূপে গণ্য করেন। এদের মতে, রাষ্ট্রের সদস্য তার সারাজীবন রাষ্ট্রের মধ্যে অতিবাহিত করে এবং রাষ্ট্রের মধ্যেই তাদের প্রায় সব চাহিদার পূরণ হয়। সুতরাং এদের মতে, রাষ্ট্র সংঘ-সমিতি নয়, রাষ্ট্র সম্প্রদায়। কিন্তু ম্যাকাইভার ও পেজ এই মত সমর্থন করেন না। তাঁদের মতে, চার্চ বা গীর্জা যে অর্থে সংঘ-সমিতি, রাষ্ট্রও সে অর্থে সংঘ-সমিতি—সম্প্রদায় নয়। চার্চ বা গীর্জা হল ধর্মীয় সংগঠন; আর রাষ্ট্র হল রাজনৈতিক সংগঠন। একথা সত্য যে, চার্চ বা ক্লাব বা অন্যান্য সংঘের তুলনায় রাষ্ট্রের পরিধি ব্যাপক। কিন্তু এক বা একাধিক স্বার্থের চরিতার্থতা—সংঘের এই বৈশিষ্ট্যটির কারণে এবং সমগ্রজীবন যাপন করা ও সব উদ্দেশ্যের চরিতার্থতা সম্প্রদায়ের অন্যতম এ দুটি বৈশিষ্ট্যের অনুপস্থিতির কারণে চার্চ বা গীর্জার মতো রাষ্ট্রও সংঘ, সম্প্রদায় নয়।

রাষ্ট্র সংঘ সমিতি—সম্প্রদায় নয়

রাষ্ট্রকে সংঘ-সমিতি রূপে গণ্য করার পক্ষে প্রধানতঃ দুটি যুক্তি দেওয়া যেতে পারে ঃ

প্রথমতঃ, রাষ্ট্রের সদস্যরূপে ব্যক্তির সব উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয় না। রাষ্ট্র হল ব্যক্তির রাজনৈতিক স্বার্থ-সিদ্ধির উপায়। ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক স্বার্থসিদ্ধি বা সমগ্র চাহিদার পরিতৃপ্তি রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রযন্ত্রের দ্বারা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রের এই বৈশিষ্ট্য স্পষ্টতই সংঘের বৈশিষ্ট্য, সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য নয়।

রাষ্ট্রে মানুষের কয়েকটি উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়

দ্বিতীয়তঃ, মানুষ রাষ্ট্রের সদস্য হয়। কিন্তু মানুষের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তি স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক। সাম্যবাদীরা যে রাষ্ট্রবিহীন সাম্যবাদী সমাজের কথা বলেন, সেই ব্যবস্থায় ব্যক্তি ও ব্যক্তির স্বার্থসিদ্ধি হলেও রাষ্ট্রের প্রয়োজন হয় না। যাযাবররা জীবন যাপন করলেও তাদের পোপ কোন নেই। সুতরাং রাষ্ট্র এইসব কারণে সম্প্রদায়ের ধারণা থেকে যতটা দূরে, সংঘের ধারণার ততটা কাছে। অতএব রাষ্ট্র সংঘ-সমিতি।

মানুষ রাষ্ট্রের সদস্য

একদলীয় কর্তৃত্ব সম্পন্ন রাষ্ট্র বা স্বৈরাচারী রাষ্ট্রনায়কের দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্রও সম্প্রদায়রূপে গণ্য হতে পারে না, যদিও এরূপ রাষ্ট্রব্যবস্থায় মানুষের সমগ্র জীবন ধারা রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। ম্যাকাইভার ও পেজ বলেছেন, ''The state may assume at time absoluist or 'totalitarian' form, claiming to control every aspect at human life. Even if this claim were fully realised ...the state would not become the community.'' অর্থাৎ "একদলীয় সর্বময় কর্তৃত্ব সম্পন্ন মানুষের সমগ্র জীবন রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হলেও, সেই রাষ্ট্রকে সম্প্রদায়রূপে গণ্য করা যাবে না। এর কারণ, একদলীয় শাসন বা স্বৈরচারী শাসন মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেনে নেয় না। আর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছাড়া কোন জনগোষ্ঠীকে সম্প্রদায় বলা যায় না। সুতরাং রাষ্ট্র সংঘ -সমিতি, সম্প্রদায় নয়।

রাষ্ট্র সংঘ-সমিতি সম্প্রদায় নয়

৩.১৬. পরিবার সংঘ-সমিতি, নাকি সম্প্রদায়?

সম্প্রদায়ের যে সংজ্ঞা এবং উপাদান ও ভিত্তির কথা বলা হয় তার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাম, ছোট শহর, আদিবাসীদের জাতি উপজাতিকে নিঃসন্দেহে সম্প্রদায়রূপে গণ্য করা যায়। কারণ, স্বাজাত্য বোধ ও আঞ্চলিক ভিত্তি এইসব জনগোষ্ঠীর মধ্যে যেমন বর্তমান, তেমনি ঐসব জনগোষ্ঠীর সদস্যগণ তার সামগ্রিক জীবন ও যাবতীয় চাহিদার পরিপূরণ ঘটাতে পারে। কিন্তু ম্যাকাইভার এমন কয়েকটি ক্ষেত্রের উল্লেখ করেছেন, যেমন পরিবার, সংঘ, সমিতি যেগুলি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা তা নির্ণয় করা সহজ নয়। এর কারণ সংঘ-সমিতি ও সম্প্রদায়ের সীমারেখায় পরিবারের অবস্থান।

পরিবার সংঘ-সমিতির সীমারেখায় অবস্থিত

পরিবারকে সংঘ, নাকি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায় সেই আলোচনাকে আমরা দুভাবে করতে পারি;

প্রথমতঃ, আদিম সমাজের অধিবাসী, আদিবাসী সমাজ ও প্রত্যন্ত গ্রামের পরিবারগুলির মধ্যে সংঘের তুলনায় সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যগুলি বর্তমান থাকে। অর্থাৎ সমগ্র জীবনযাপন ও চাহিদার পরিতৃপ্তি—সম্প্রদায়ের এই দুটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে। এইসবক্ষেত্রে সদস্যগণ পরিবারের মধ্যে থেকেই শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্মীয় বোধ পেয়ে থাকে, পরিবারের বাইরে যাবার প্রয়োজন হয় না; আবার আদিবাসীদের, প্রত্যন্ত গ্রামের পরিবারের সদস্যদের চাহিদা এতটাই সীমিত, মূলতঃ, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, যে তাদের ঐসব চাহিদা পরিবারের মধ্যে থেকেই পরিপূরণ করা সম্ভব হয়। সুতরাং ম্যাকাইভার ও পেজ এই সব সমাজের পরিবার ও পারিবারিক জীবনকে সম্প্রদায় বলে অভিহিত করতে চান।

আদিবাসী ও প্রত্যন্ত গ্রাম্য সমাজের পরিবার সম্প্রদায়

দ্বিতীয়তঃ, আদিবাসী সমাজজীবন ও প্রত্যন্তগ্রামের পারিবারিক জীবনের তুলনায় আধুনিক সভ্যসমাজ, বিশেষ করে বয়স্ক ব্যক্তিদের পারিবারিক জীবন অনেকটাই আলাদা। এইসব পরিবারে সদস্যগণ জীবনজটিলতার কারণে সারাজীবন পরিবারে অতিবাহিত করতে পারে না; আবার চাহিদার ব্যাপকতা ও বৈচিত্রের কারণে এইসব পরিবারের সদস্যগণ তাদের সমস্ত চাহিদার পরিপূরণ ঘটাতে পারে না। যৌন আকাঙ্ক্ষা, সন্তান লালন-পালন, বন্ধুত্ব ও আশ্রয়—এইসব মাত্র কয়েকটি চাহিদার পূরণ ঘটে। এইসব চাহিদা কখনোই মানুষের সম্পূর্ণ চাহিদা নয়। সুতরাং এইসব পরিবার জীবনে সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যগুলি স্বাভাবিক কারণেই বর্তমান থাকে না। সুতরাং আধুনিক সভ্যসমাজে বয়স্ক ব্যক্তিদের কাছে পরিবার সম্প্রদায় বলে বিবেচিত হতে পারে না। কিন্তু সংঘ-সমিতির বৈশিষ্ট্যগুলি এক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকে, যেমন—কতকগুলি সাধারণ স্বার্থ এবং এক বা একাধিক উদ্দেশ্যের চরিতার্থতা। এই বৈশিষ্ট্যগুলি থাকার ফলে, সভ্যসমাজেও বিশেষ করে বয়স্ক ব্যক্তিদের কাছে পরিবার সংঘ-সমিতি বলেই পরিগণিত হয়।

আধুনিক সভ্য সমাজের কাছে পরিবার সংঘ-সমিতি

আধুনিক সভ্যসমাজে বয়স্ক ব্যক্তিদের কাছে পরিবার সংঘ-সমিতি বলে গণ্য হলেও, শিশুদের কাছে পরিবার সংঘ-সমিতি বলে গণ্য হতে পারে না। আধুনিক সভ্যসমাজেও শিশুদের কাছে পরিবার সম্প্রদায়। এর কারণ শিশুর চাহিদা মূলতঃ সীমাবদ্ধ থাকে বড়দের সযত্ন দৃষ্টি, আহার, আরাম-যত্ন, বাসস্থান, নিরাপত্তা ইত্যাদির মধ্যে। এইসব চাহিদার পরিপূরণ শিশু পরিবারের মধ্যেই করতে পারে। ম্যাকাইভার ও পেজ বলেছেন : "To the child the Family is a Priliminary community which prepares him for the greater community." অর্থাৎ "শিশুর কাছে পরিবার প্রাথমিক সম্প্রদায় যা তার বৃহত্তর সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তির পথ প্রশস্ত করে।"

শিশুদের কাছে পরিবার প্রাথমিক সম্প্রদায়

৩.১৭. মঠবাসী সন্ন্যাসী বা জেলখানার কয়েদিরা সংঘ না সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত

অধ্যাপক ম্যাকাইভার ও পেজ এমন কয়েকটি ক্ষেত্রের উল্লেখ করেছেন যাদের ক্ষেত্রে স্পষ্ট করে বলা যায় না এরা সংঘ-সমিতি, না কি সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। উদাহরণ হিসাবে মঠবাসী সন্ন্যাসী বা জেলখানার কয়েদিদের কথা বলা যায়। আসলে এরা সংঘ ও সম্প্রদায়ের এমন মধ্যবর্তী সীমারেখায় অবস্থিত যার ফলে সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় না, এরা সংঘ না সম্প্রদায়-এর অন্তর্ভুক্ত। মঠবাসী সন্ন্যাসী বা জেলখানার কয়েদিরা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে আজীবন বসবাস করে এবং এদের মধ্যে "আমরা" মনোভাব বা সম্প্রদায়গত মনোভাব—সম্প্রদায়ের এই দুটি বৈশিষ্ট্যই বর্তমান। কাজেই অনেক সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, এই দুটি জনগোষ্ঠী সংঘ নয়, সম্প্রদায়ের অন্তর্গত।

সংঘ না সম্প্রদায়—এ বিষয়ে অর্থের অস্পষ্টতা

কিন্তু অনেক সমাজবিজ্ঞানী এই মত স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে, মঠবাসী সন্ন্যাসী বা জেলখানার কয়েদিরা একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস করলেও, এই বসবাসের মূলে থাকে কোন কেন্দ্রীয় নির্দেশ। কিন্তু সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যক্তির অন্তর্ভুক্তিকরণ ঘটে থাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। আবার মঠ বা জেলখানায় সন্ন্যাসী বা কয়েদিদের সবরকম চাহিদার পরিপূরণ ঘটে না। কেবল দু-একটি উদ্দেশ্যই চরিতার্থ হয়। এইসব বৈশিষ্ট সংঘ-সমিতির। সুতরাং ঐসব সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন মঠবাসী সন্ন্যাসী বা জেলখানার কয়েদিরা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নয়; সংঘ-সমিতির অন্তর্গত।

ম্যাকাইভার-পেজ-এর মত

অধ্যাপক ম্যাকাইভার ও পেজ অবশ্য মঠবাসী সন্ন্যাসী অথবা জেলখানার কয়েদিদের সংঘ না বলে, সম্প্রদায় রূপে অভিহিত করেছেন। লেখকদ্বয়ের যুক্তি এই যে, মঠবাসী সন্ন্যাসী বা জেলখানার কয়েদিরা একটা নির্দিষ্ট, সীমাবদ্ধ ভূখণ্ডে সারাজীবন অতিবাহিত করেন, কাজেই এদের সংঘ না বলে সম্প্রদায়রূপে গণ্য করাই যুক্তিসঙ্গত।

৩.১৮. প্রতিষ্ঠানের ধারণা (Concept of Institution)

প্রতিষ্ঠানের অর্থ

প্রতিষ্ঠান শব্দটি সাধারণভাবে ইংরাজী 'Institution' শব্দটির বংলা প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। প্রচলিত অর্থে প্রতিষ্ঠান বলতে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনকে বোঝায়। কিন্তু 'প্রতিষ্ঠান' শব্দটি সমাজতত্ত্বে স্বতন্ত্র অর্থে ব্যবহার করা হয়। সমাজতত্ত্বে প্রতিষ্ঠান বলতে কতকগুলি পদ্ধতিকে বোঝানো হয়, যেগুলি স্বীকৃত এবং প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃত প্রস্তাবে এই পদ্ধতিগুলিও হল সংগঠিত ব্যবস্থা বিশেষ। সামাজিক জীব হিসাবে মানুষ কতকগুলি সাধারণ উদ্দেশ্য পূরণ করতে চায়। তাই তারা গোষ্ঠীবদ্ধ হয় এবং বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সাধক সংঘ, সমিতি প্রভৃতি গড়ে তোলে। এই সমস্ত সংঘ সংগঠন কিছু বিধি নিয়ম, রীতিনীতি বা কার্যপদ্ধতি প্রণয়ন করে। এগুলি অনুসরণ করেই সংঘ সংগঠনকে উদ্দেশ্য পূরণ বা কার্যসম্পাদনের লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। সংঘের সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক এই সমস্ত বিধি ব্যবস্থার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এই সমস্ত বিধি নিয়ম, রীতিনীতি বা কার্যপদ্ধতিগুলি যখন স্থায়ী রূপ লাভ করে তখন তা 'প্রতিষ্ঠান' (Institution) হিসাবে পরিগণিত হয়। এলউড (C. A. Ellwood) তাঁর *The Psychology of Human Society* শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন "....institutions are habitual ways of living together which have been sanctioned, systematized, and established by the authority of communities."

প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সংজ্ঞা

অধ্যাপক ম্যাকাইভার এবং পেজ (R. M. MacIver and C. H. Page) প্রতিষ্ঠানের একটি সুস্পষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তাঁরা বলেছেন ঃ "....we shall always mean institutions the established forms or conditions of procedure characteristic of group activity." বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। প্রচলিত সংজ্ঞাগুলির মধ্যে কতকগুলি উল্লেখ করা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে মরিস্ জিন্সবার্গ (M. Ginsberg)-এর সংজ্ঞাটি উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর *The Psychology of Society* শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন ঃ "Institutions are definite and sanctioned forms of relationship between social beings in respect to one another or to some external object. "সুদারল্যাণ্ড, উডওয়ার্ড ও ম্যাক্সওয়েল (Sutherland, Woodword and Maxwell)-এর *Introductory Sociology* শীর্ষক গ্রন্থে প্রদত্ত সংজ্ঞাটি হল ঃ "(An institution is a) set or web of interrelated folkways, mores and laws which enter in some function or functions." গ্রীণ